

চাকুরী খুঁজছেন ? কিন্তু জীবনে কি চান, তা কী জানেন ?

আহমেদ নুরে আলম

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ মার্চ ১৯৯৯

আমাদের দেশে কোন মতে একটা চাকুরী পাওয়াই যেন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। যাঁরা চাকুরী করবেন বলে ঠিক করেছেন তাঁদের ক্ষেত্রে চাকুরী পাওয়াটাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত - এ কথা বলবেন অনেকে। এদের কথাটা ঠিক। কিন্তু যে ব্যাপারটির দিকে আমরা ইঙ্গিত দিতে চাইছি, তা হলো "কোন মতে" কথাটা। যার লক্ষ্য কোন মতে একটা (ভাল বা চলনসই) চাকুরী যোগাড় করা, আসলে চাকুরী পাওয়াটা তাঁর জন্য সমস্যাতো বটেই, প্রায়শই মরুভূমিতে জলাশয় খুঁজে বের করার মতো হয়ে যায়। অর্থাৎ পরিকল্পনাহীন একটি জীবনের উদ্দেশ্যহীন প্রয়াসে পরিণত হয় চাকুরীর অনুসন্ধান। তাই চাকুরীর অনুসন্ধানে নামার আগে জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, ক্ষমতা, দক্ষতা, যোগ্যতা, সম্ভাবনা ও গন্তব্যের বিশ্লেষণ করা খুবই জরুরী। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও নিজেকে পরিচালনার জন্য এই অনুশীলনগুলো করতেই হবে। এই অনুশীলন আন্তরিকভাবে যিনি করবেন, তাঁর পক্ষে চাকুরী খোঁজা সহজ, প্রীতিকর হবে ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও হতাশা দ্বারা তিনি গ্রাসিত হবেন না। চাকুরী খোঁজায় তাঁর সাফল্য আসবে দ্রুত।

মার্কিন চাকুরী বিশেষজ্ঞ রিচার্ড নেলসন বোলস ক্যারিয়ার প্ল্যানিং ও জব হ্যান্ডিংয়ের ওপর অনেক গ্রন্থ রচনা করে এক্ষেত্রে জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। তাঁর "এ প্রাকটিক্যাল ম্যানুয়েল ফর জব হ্যান্টারস এ্যান্ড ক্যারিয়ার চেঞ্জারস" গ্রন্থটির সহ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ওপরের বক্তব্যগুলো মিঃ বোলসের গ্রন্থ থেকেই সংগ্রহ করা। তিনি ক্যারিয়ার ও লাইফ প্ল্যানিংকে একটা "শিল্প" বলে বিশ্বাস করেন। যাঁরা চাকুরী খুঁজে হতাশ, তাঁদের মনে হয়, সারা দুনিয়াই বুঝি তাঁর বিরুদ্ধে, কেউ সাহায্যকারী নয়, চাকুরীর ব্যাপারে সর্বত্রই স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি এবং স্বার্থপরতার রাজস্ব-তাঁদের প্রতি মিঃ বোলসের পরামর্শ : কাগজ-কলম নিয়ে বসুন, আত্মনুসন্ধানে নামুন। আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে আপনি কি চান, কোন চাকুরীটি চান, কেন চান। তা না হলে কাঙ্ক্ষিত চাকুরীটি আপনি নাও পেতে পারেন, আর কোন চাকুরী পেলেও তা এমনভাবে আসবে যা আপনার আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধে অপূরণীয় ক্ষতি ঘটাতে পারে। ক্যারিয়ার প্ল্যানিং বিষয়টি এমন যে, যখনই আপনি যা করতে চান, তা শনাক্ত করতে উদ্যোগী হলেন, তখনই তা লাইফ প্ল্যানিংয়েরও দিকে অগ্রসর হয়। আপনার জীবনের কিছু শর্ট টার্ম গোল ও লং টার্ম গোল সম্পর্কে যখনই ভাববেন বা তা কাগজে লিপিবদ্ধ করলেন, তখনই কিন্তু আপনি ক্যারিয়ার ও লাইফ প্ল্যানিংয়ের দুনিয়ায় পা রাখলেন। তবে এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ক্যারিয়ার ও লাইফ প্ল্যানিংয়ের সকল অনুশীলন ব্যর্থ হবে যদি না আমরা সঠিকভাবে জানি জীবনে কি চাই ও কি করতে চাই। শুধু চাকুরী বা রোজগার নয়- ক্যারিয়ার ও লাইফ প্ল্যানিংয়ে দিনের ২৪টি ঘণ্টাকেই কেন্দ্র করে রচিত হতে হবে। সাধারণত ৪টি কারণে এই অনুসন্ধান কাজ শুরু করেও যথাযথভাবে শেষ হয় না বা অসমাপ্ত অবস্থাতে পরিত্যক্ত হয়। কারণ ৪টি হচ্ছে-

(১) উদ্দেশ্যহীনতা বা ল্যাক অব পারপাস, (২) লক্ষ্য সাধনের পথ বা উপায় সম্পর্কে অজ্ঞতা, (৩) প্রেরণা বা মোটিভেশনের অভাব এবং (৪) সময়ের অভাব। এর মধ্যে প্রেরণা বা মোটিভেশনের অভাবই একটি কঠিন

প্রতিবন্ধকতা । মোটিভেশনের অভাবে অন্তর্গত প্রেরণা (ইন্টারনাল পুশ) থাকে না, যে জন্য একজন মানুষ লক্ষ্য সাধনে চালিত হতে পারে না । আত্মনুসন্ধানের জন্য পরিকল্পিতভাবে সময় ব্যয় না করলে লাইফ প্ল্যানিংও ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে না । ক্যারিয়ার ও লাইফ প্ল্যানিংয়ে প্রচুর সময় দিতে হবে, যাতে অতীত ও বর্তমানের এবং দক্ষতা, গুণাবলী ও সম্ভাবনার নিরিখে ভবিষ্যতের একটা চিত্র আপনার মনে ভেসে ওঠে । আত্মনুসন্ধান করতে গিয়ে অনেক সময় নতুন নিজেকে আবিষ্কার করে মানুষ বিস্মিত হয় । সত্যই মানুষের অন্তর্গতশক্তি, ক্ষমতা ও সম্ভাবনা অসীম ও অফুরন্ত । যখন সে নিজের প্রকৃত পরিচয় জানতে ও নিজের ক্ষমতাকে অনুভব করতে পারে-তখন ব্যর্থতা-হতাশার গ্লানি তাকে আর জড়িয়ে ধরে রাখতে পারে না । এমনও দেখা গেছে, পার্ট টাইম চাকুরী না পেয়ে হতাশ ৫৫ বছর বয়সী কপর্দকহীন প্রবীণ নিজেকে পরিণত করেছেন সফল ব্যবসায়ী হিসাবে । নিজের ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য আত্মনুসন্ধানে প্রয়োজন হলে দু'মাস সময় দিন । যদি একা না পারেন এক বা একাধিক পার্টনার নিন । পরস্পরকে সহায়তা করতে পারেন জীবন পরিকল্পনায় । মিঃ বোলস সতর্ক করে দেন এই বলে যে, অনেকেই ভাবেন, ক্যারিয়ার ও লাইফ প্ল্যানিংয়ে বসবেন । তাঁরা ভাবেন এখন নয় পরে । পরে বসব এই মনোভাবই ভুল । এখন অর্থাৎ এখনই হলো যথার্থ সময় । হাতের কাছে যা পান তাই নিয়েই বসুন । শুরুতে হয়ত খুব বেশি এগোবেন না । কিন্তু লেগে থাকেন । সামান্য বা অসম্ভব বলে কোন লক্ষ্য লিপিবদ্ধ করতে কুণ্ঠিত হবেন না । বাছাই বা নির্বাচনের প্রয়োজন হলে ছোট থেকে বড় লক্ষ্যগুলো নিজে ক্ষমতানুসারে নতুন গুরুত্ব নিয়ে সামনে দাঁড়াবে । নিজের প্রতি প্রিয়জনের প্রতি এবং সর্বোপরি স্রষ্টার প্রতি আপনার একটা কর্তব্যবোধ হোক আপনার চালিকাশক্তি ।